শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রাভুপাদকৃত 'ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য',
শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকৃত 'গৌড়ীয় ভাষ্য',
শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরকৃত 'সারার্থ দর্শিনী' টীকাঅবলম্বনে...
এছাড়াও ভক্তিবেদান্ত বিদ্যাপীঠ সংকলিত 'ভাগবত সুবোধিনী' গ্রন্থের বিশেষ সহায়তায়...

তাৎপর্যের বিশেষ দিক – শ্রীল প্রভুপাদের তাৎপর্য থেকে
বিবৃতি – গৌড়ীয় ভাষ্য
তথ্য – গৌড়ীয় ভাষ্য
অনুতথ্য (পাদটীকা) – ব্যক্তিগত অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন

পদ্মমুখ নিমাই দাস

p.nimai.jps@gmail.com

১ম স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায় – কলির দণ্ড এবং পুরস্কার

১.১৭ কলির দণ্ড এবং পুরস্কার

- **১-১৬ - একজন আদর্শ রাজা হিসেবে পরীক্ষিৎ মহারাজের কলিকে যথাযথ দণ্ড দান**
  - ১-৬ – বৃষ এবং গাভীকে একটি শূদ্রের দ্বারা আহত হতে দেখে দুঃসাহসী কলির প্রতি পরীক্ষিৎ মহারাজের বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা
  - ৭-৮ – পরীক্ষিৎ মহারাজ বৃষকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন
  - ৯-১১ – পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক বৃষ ও গাভীকে অভয় দান
  - ১২-১৬ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক বৃষের নিকট আততায়ীর পরিচয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা
- **১৭-২৭ –বৃষ (ধর্ম) এবং গাভীর (ধরিত্রী) দুঃখের কারণ সম্বন্ধে তাদের সাথে পরীক্ষিৎ মহারাজের আলোচনা –**
  - ১৭-২০ - বৃষের (ধর্ম) উত্তর - আততায়ীকে চিহ্নিত করা দুরূহ, আপনি নিজেই নির্ণয় করুন
  - ২২-২৭ - পরীক্ষিৎ বৃষের (ধর্মের) পরিচয় বুঝতে পারেন এবং সান্ত্বনা প্রদান করেন
- **২৮-৪১ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক দক্ষভাবে শরণাগত কলিকে স্থান প্রদান**
  - ২৮-৩০ - ভীত কলি তার বেশ পরিত্যাগ করে পরীক্ষিৎ মহারাজের কাছে শরণ গ্রহণ করে
  - ৩১-৩৪ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কলিকে তাঁর রাজ্য পরিত্যাগের নির্দেশ দেন
  - ৩৫-৩৭ - ভীত কলির স্থান প্রার্থনা
  - ৩৮-৪০ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক পাঁচটি স্থান প্রদান
- **৪২-৪৫ - পরীক্ষিৎ মহারাজ মহিমান্বিত শাসন**
  - ৪১- মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্খী ব্যক্তিদের অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া অনুচিত
  - ৪২-৪৫ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক বৃষের তিনটি পদ পুনস্থানপন করে পৃথিবীর অবস্থা উন্নয়ন

১-১৬ - একজন আদর্শ রাজা হিসেবে পরীক্ষিৎ মহারাজের কলিকে যথাযথ দণ্ড দান

🕮 ১.১৭.১ – পরীক্ষিৎ মহারাজের পর্যাবেক্ষন

সূত গোস্বামী বললেন- সেখানে উপস্থিত হয়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ দেখলেন যে, এক শূদ্র রাজবেশ ধারণ করে একটি দণ্ডের দ্বারা অনাথবৎ একটি গাভী ও বৃষকে প্রহার করছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – "ছদ্মবেশী কলির সাথে মহারাজ পরীক্ষিতের সাক্ষাৎ"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলিযুগের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে, নিম্নবর্ণের শূদ্রা অর্থাৎ ব্রাহ্মণোচিত সংস্কার এবং পারমার্থিক শিক্ষা দীক্ষা বিহীন মানুষেরা রাজা বা প্রশাসকের বেশ ধারণ করবে, এবং ঐ সমস্ত অক্ষত্রিয় শাসনকর্তাদের মুখ্য কাজ হবে নিরীহ পশুদের, বিশেষ করে গাভী এবং বৃষদের হত্যা করা। বৃষ আর গাভীদের রক্ষা করা যাদের কাজ, সেই যথার্থ বৈশ্যেরা, মালিক হলেও আর তারা তাদের রক্ষা করবে না।

🕮 ১.১৭.২ – বৃষের অবস্থা

বৃষটি শ্বেতপদ্মের মতো শুভ্রবর্ণ। শূদ্রের প্রহারে সে এমনি ভয়ভীত হয়ে পড়েছিল যে, মূত্র ত্যাগ করে কম্পিত হচ্ছিল এবং এক পায়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ধর্মের প্রতীক বৃষ

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলির পরবর্তী লক্ষণটি হচ্ছে যে, শ্বেত পদ্মের মতো শুভ্র এবং নির্মল ধর্মনীতি এই যুগের অসভ্য শূদ্রদের দ্বারা আক্রান্ত হবে।
- বৃষিটি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ হচ্ছে যে, ধর্ম ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছে। ধর্মের যেটুকুই-বা অস্তিত্ব, তা নানা প্রকার বাধা বিপত্তির প্রভাবে এমনেভাবে বিপর্যস্ত হবে যে, কম্পমান অবস্থায় যে কোন সময় তা যেন পতনোন্মুখ হয়ে থাকবে।

🕮 ১.১৭.৩ – গাভীর অবস্থা

গাভীটি ধর্মস্রাবী হওয়ার ফলে অত্যন্ত শুভদা হলেও তিনি যেন দীনা এবং বৎসহীনা। শূদ্রটি তাঁর পদে আঘাত করছিল। তাই তাঁর নয়ন অশ্রুসিক্ত, এবং তিনি অত্যন্ত কৃশা হয়ে তৃণ ভক্ষণ করবার জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ধর্মনীতির উৎস গাভী

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলিযুগের পরবর্তী লক্ষণটি হচ্ছে গাভীর দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা।
- দুগ্ধ যেন তরল ধর্মনীতি, আর তা যেন গাভীর থেকে দোহন করা যায়।
- বর্তমান সমাজের সমস্ত দুর্দশার কারণ হচ্ছে এই সমস্ত অতি পাপপূর্ণ কার্যকলাপ। অর্থনৈতিক উন্নতির নামে মানুষ যে কি করছে, তা তারা জানে না। কলির প্রভাবে তারা সকলেই অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন। শান্তি এবং সমৃদ্ধির সমস্ত চেষ্টার মাঝেও গাভী আর বৃষদের সকল রকমে সুখী করে রাখার দিকেও তাদের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

🕮 ১.১৭.৪ – মহারাজ পরীক্ষিতের জিজ্ঞাসা

সুবর্ণখচিত রথে আরূঢ় হয়ে, ধনুর্বাণে সুসজ্জিত মহারাজ পরীক্ষিত সেই শূদ্রকে বজ্রগম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পোশাক বা রাজকীয় আদব কায়দায় কিছু যায় আসে না। কাজের দ্বারাই মানুষের যোগ্যতা নির্ধারিত হয়।

🕮 ১.১৭.৫ – বেশ ও কার্যকলাপে পার্থক্য

তুই কে? বলবান হওয়া সত্ত্বেও তুই এই পৃথিবীতে আমার আশ্রিত অসহায়দের হত্যা করতে সাহস করছিস? তুই নটের মতো রাজবেশ ধারণ করেছিস বটে, কিন্তু তোর কার্যকলাপ ক্ষত্রিয় নীতির বিরোধী।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে গো-হত্যা বিস্ময়কর

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অসহায়দের রক্ষা এবং দুরাচারীদের তিরস্কারের জন্যই ক্ষত্রিয় রাজাকে ভগবানের প্রতিনিধি রূপে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

🕮 ১.১৭.৬ – দুঃসাহসী কলি বধের উপযুক্ত

শ্রীকৃষ্ণ গাণ্ডীবধারী অর্জুনসহ দূরে প্রস্থান করেছেন বলে তুই কি নির্জনে নিরপরাধ প্রাণীকে বধ করতে সাহস করছিস্? তার ফলে তোর যে অপরাধ হয়েছে, তাতে তুই বধের উপযুক্ত।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- নির্জন স্থানে নিরীহ শিশুকে যদি কেউ হত্যা করে, তা হলে যেমন সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার যোগ্য, ঠিক তেমনই নির্জন স্থানে গাভীর মতো নিরীহ পশুকে যে হত্যা করে, ন্যায়পরায়ণ রাজার বিচারে, সে প্রাণদণ্ডে কাজের হওয়ার যোগ্য।

🕮 ১.১৭.৭ – পরীক্ষিৎ কর্তৃক বৃষের পরিচয় জিজ্ঞাসা-

মহারাজ পরীক্ষিৎ তখন বৃষটিকে জিজ্ঞাসা করলেন- আপনি কে? আপনি কি মৃণালশুভ্র কোন বৃষ, না কোনও দেবতা? আপনি তিনটি চরণ হারিয়েছেন, এবং মাত্র এক পদে নির্ভর করে বিচরণ করছেন। আপনি কি কোনও দেবতা বৃষরূপ ধারণ করে আমাদের ছলনা করছেন ?

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতের সময় পর্যন্ত গাভী এবং বৃষের দুরবস্থার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারত না। তাই মহারাজ পরীক্ষিৎ এই করুণ দৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন। তাই তিনি জানতে চেয়েছিলেন, গাভী এবং বৃষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করার জন্যে কোন দেবতা এই করুণ দশা প্রাপ্ত বৃষের রূপ ধারণ করেছেন কিনা।

🕮 ১.১৭.৮ – রাজকীয় অবহেলার ফলে অশ্রুপাত অভূতপূর্ব

কৌরবশ্রেষ্ঠ বীরদের ভুজ বলে সুরক্ষিত কোনও রাজ্যে এই প্রথম আপনাকে অশ্রুজলে অনুতপ্ত হতে দেখলাম। এখনও পর্যন্ত এই পৃথিবীতে রাজকীয় অবহেলার ফলে কারও অশ্রুপাত হতে দেখা যায়নি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মানুষ এবং পশু উভয়েরই জীবন সমান ভাবে রক্ষা করা হত। ভগবানের রাজ্যে সেইটিই হচ্ছে প্রথা।

🕮 ১.১৭.৯ – বৃষ ও গাভীকে পরীক্ষিতের অভয় দান –

হে সুরভিনন্দন, আপনার আর শোক করার প্রয়োজন নেই। নিম্নশ্রেণীর শূদ্রটিকে ভয় পাওয়ারও দরকার নেই। আর, হে গোমাতা! আপনিও আর রোদন করবেন না। দুষ্টদের শাসনকর্তা আমি জীবিত থাকতে আপনার মঙ্গলই হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – গো-রক্ষায় তাঁর প্রতিশ্রুতি

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের রূপ অনুসারে যেমন মানুষদের তৈরি করা হয়েছে, তেমনই চিৎজগতের সুরভী গাভীদের রূপ অনুসারে এই জগতের গাভীদের তৈরি করা হয়েছে।
- গাভী এবং ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি রক্ষা করা হলে পরমেশ্বর ভগবান, যিনি গাভী এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি বিশেষ দয়াবান (গো-ব্রাহ্মণ হিতায়), তিনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হবেন এবং প্রকৃত শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রদান করবেন।

🕮 ১.১৭.১০-১১ – প্রজারা উৎপীড়িত হলে রাজার পরিণতি

হে সাধ্বি, যে রাজার রাজ্যে প্রজারা অসৎ ব্যক্তিদের দ্বারা সন্ত্রস্ত হয়, সেই দুরাচার নরপতির যশ, পরমায়ু, সৌভাগ্য ও পরলোকে উৎকৃষ্ট পুনর্জন্মাদি সবই নাশ প্রাপ্ত হয়। উৎপীড়িতদের দুঃখ-দুর্দশা দূরা করা অবশ্যই রাজার পরম ধর্ম, তাই আমি অতীব জঘন্য এই মানুষটির প্রাণ অবশ্যই সংহার করব, কারণ সে অন্যান্য প্রাণীদের প্রতি হিংস্র হয়ে উঠেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – গো-হত্যাকারী রাষ্ট্রের নিন্দা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- প্রজা শব্দটির অর্থ হচ্ছে কোনও রাষ্ট্রে যার জন্ম হয়েছে, এবং তার মধ্যে মানুষ এবং পশু দুই-ই থাকছে। রাষ্ট্রের সীমানার মধ্যে যারই জন্ম হয়েছে, রাজার রক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন যাপন করার অধিকার তারই রয়েছে।
- যেমন কোন বন্য পশু উৎপাত করলে তাকে হত্যা করা হয়, তেমনই কোনও মানুষ যদি অনর্থক বনের পশু বা অন্যান্য প্রাণীদের হত্যা করে বা সন্ত্রস্ত করে, তাকেও তৎক্ষণাৎ অবশ্যই দণ্ড দেওয়া উচিত।
- যে সমস্ত আহার ভগবানের আইনে নির্ধারিত হয়েছে, সেগুলি আহার করেই জীবের জীবন ধারণ করা উচিত।
- ঈশোপনিষদে উপদেশ দেওয়া হয়েছে ভগবানের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করার জন্য, নিজের খেয়ালখুশি মতো নয়।
- এই সূত্রে সম্প্রতি পরলোকগত এক প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতার কথা মনে পড়ে যিনি তাঁর উইলে মহারাজ পরীক্ষিৎ যে ভগবানের আইনের উল্লেখ করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁর চরম মূর্খতা প্রকাশ করে গেছেন।

🕮 ১.১৭.১২ – পরীক্ষিৎ কর্তৃক বৃষকে নির্যাতনকারীর পরিচয় অনুসন্ধান

তিনি (মহারাজ পরীক্ষিৎ) সেই বৃষটিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন- "হে সুরভীনন্দন, কে আপনার তিনটি পা ছেদন করেছে? পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুবর্তী রাজাদের রাজ্যে আপনার মতো দুঃখ ত আর কারও হয়নি।"

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সমস্ত রাজ্যের রাজা বা প্রশাসন-কর্তাদের শ্রীকৃষ্ণের নীতি (সাধারণত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত) জানা অবশ্য কর্তব্য এবং জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশাময় জীবনের অবসান সাধন করে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় সেই মতো কাজ করা উচিত। যে শ্রীকৃষ্ণের বিধিবিধান জানে, সে অনায়াসেই এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় সংক্ষিপ্তভাবে ভগবানের সেই বিধিবিধান আমরা উপলব্ধি করতে পারি, এবং শ্রীমদ্ভাগবতে সেই একই বিধানই বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

🕮 ১.১৭.১৩ – ঐ

হে বৃষ, আপনি নিরপরাধ এবং সম্পূর্ণ সাধু প্রকৃতির, তাই আপনার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল হোক। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন কোন্ দুষ্টজনে আপনার অঙ্গ ছেদন করেছে, যার ফলে পৃথাপুত্রদের যশ ও কীর্তি কলুষিত হচ্ছে?

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – নিরপরাধ এবং নিরীহ প্রাণী বৃষ

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পৃথাপুত্র পাণ্ডবদের বংশধরেরা তাঁদের কীর্তি কলুষিত হওয়ার ভয়ে ভীত হয়েছিলেন, কিন্তু আধুনিক যুগের নেতারা এই ধরণের নিরপরাধ এবং শুভ্রপ্রদ প্রাণীদের হত্যা করতে দ্বিধা করে না। ভগবানের বিধিবিধান সম্পর্কে অজ্ঞ আধুনিক যুগের দায়িত্বজ্ঞানহীন প্রশাসন-কর্তাদের এবং মহারাজ পরীক্ষিতের মতো পুণ্যবান রাজাদের মধ্যে এইখানেই পার্থক্য।

🕮 ১.১৭.১৪ – দুর্বৃত্তদের দমনে সাধুদের কল্যান

যারা নিরপরাধ জীবের কষ্টের কারণ, এই জগতের সর্বত্রই আমি তাদের কাছে ভয়ের কারণ। দুর্বৃত্তদের দমনের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে যে কেউি সাধুগণের কল্যাণ সাধন করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবদ্-ভক্তেরা স্বভাবতই শান্তিপ্রিয় এবং নিরপরাধ, এবং তাই রাষ্ট্রের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে প্রতিটি নাগরিককে ভগবদ্ভক্তে পরিণত করার

ব্যবস্থা করা । তা হলে আপনা থেকেই নাগরিকেরা শান্তিপ্রিয় এবং নিরপরাধ হবে। তখন রাজার একমাত্র কর্তব্য হবে দুষ্টদের দমন করা। তা হলেই সমগ্র মানব সমাজে শান্তি এবং শৃঙ্খলা আসবে।

১.১৭.১৫ – অপরাধী দমনে রাজার দৃঢ়নিশ্চয়

যে দুর্বৃত্ত নিরপরাধ জীবের প্রতি হিংসা করে অপরাধী হয়েছে, সে যদি স্বর্গের বর্ম-অলংকৃত সাক্ষাদ্ দেবতাও হয়, তবু আমি তার বাহু ছেদ করে ফেলব।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – নিরপরাধ এবং অপরাধীদের প্রতি রাষ্ট্রের কর্তব্য

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- প্রশাসনকর্তাকে পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো শক্তিশালী হতে হবে যাতে অপরাধী যতই শক্তিশালী হোক, তাকে দণ্ড দিতে তাঁরা বদ্ধপরিকর থাকেন।

১.১৭.১৬ – রাজার ধর্ম

যারা শাস্ত্রের অনুশাসন অনুসারে নিজ নিজ ধর্ম পালন করেন, তাঁদের পালন করা এবং যখন জরুরী অবস্থা থাকে না, তখনও যারা শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করে আপৎশূন্য স্বাভাবিক কালেও বিপথগামী হয়, তাদের যথাশাস্ত্র তিরস্কার করাই শাসনকারী রাজার পরম ধর্ম।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- আপদ-ধর্ম বা বিশেষ সঙ্কটকালে কর্তব্যকর্মের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন কোন বিশেষ সঙ্কটকালে বিশ্বামিত্র ঋষিকে কুকুরের মাংস আহার করে জীবন ধারণ করতে হয়েছিল। সঙ্কটকালে সব রকমের পশুর মাংস আহার অনুমোদন করা যেতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মাংসাহারী জনগণের উদরপূর্তির জন্য কসাইখানায় পশুহত্যা অনুমোদন করতে হবে, আর সেই ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করবে রাষ্ট্র, তা হয় না।
- নিখুঁতভাবে আচরণ করতে সক্ষম না হলেও স্বধর্ম কখনও ত্যাগ করা উচিত নয়। সঙ্কটকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, ঐসব স্ব-ধর্ম লঙঘন করা যেতে পারে, কিন্তু স্বাভাবিক পরিবেশ সেগুলি কখনও লঙ্ঘন করা উচিত নয়। যাতে কেউ তার স্ব-ধর্ম পরিবর্তন না করে, তা দেখা এবং স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিদের পালন করা রাষ্ট্রিয় প্রশাসনকর্তার কর্তব্য।

১৭-২৭ – বৃষ (ধর্ম) এবং গাভীর (ধরিত্রী) দুঃখের কারণ সম্বন্ধে তাদের সাথে পরীক্ষিৎ মহারাজের আলোচনা –

১.১৭.১৭ – ধর্মরাজ কর্তৃক পরীক্ষিতের প্রশংসা

ধর্মরাজ বললেনঃ যে পাণ্ডবদের ভক্তিভাবময় গুণবৈশিষ্ট্যাদিতে বিমুগ্ধ হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পর্যন্ত দৌত্যাদি কর্তব্যকর্ম পালন করেছিলেন, আপনি সেই পা-বদেরই বংশধরের মতো উপযুক্ত কথাই বলেছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবানের ভক্ত ভগবানেরই মতো শক্তিশালী, এমন কি কখনও-বা ভগবানের কৃপায় তাঁরা ভগবানের থেকেও অধিক শক্তিশালী হন, এবং ভক্তের প্রতিজ্ঞা যত অসম্ভবই হোক, ভগবানের কৃপায় কখনই তা নিষ্ফল হয় না।

১.১৭.১৮ – বহু মতাবলম্বী দার্শনিকদের অভিমতে বিমুগ্ধ জগনণ

হে নরশ্রেষ্ঠ, কোন্ বিশেষ দুরাচারী যে আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঘটিয়েছে, তা নির্ণয় করা খুবই কঠিন, কারণ বহু মতাবলম্বী দার্শনিকদের বিভিন্ন সব অভিমতের দ্বারা আমরা বিমুগ্ধ হয়ে গেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – দুষ্কৃতকারীদের দর্শন

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এই জগতে বহু মতাবলম্বী দার্শনিকেরা কার্যকারণ সম্পর্কে, বিশেষ করে দুঃখের কারণ সম্পর্কে, আর বিভিন্ন জীবের ওপরে তার প্রভাব নিয়ে তাদের নিজেদের মতবাদ উপস্থাপন করে থাকে। মাটামুটি ছ'জন মহাদার্শনিক হলেনঃ বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা কণাদ, ন্যায়ের প্রণেতা গৌতম, যোগের প্রণেতা পতঞ্জলি; সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা কপিল, কর্ম মীমাংসার প্রণেতা জৈমিনি, এবং বেদান্ত-দর্শনের প্রণেতা ব্যাসদেব।
- যদিও বৃষরূপী ধর্ম এবং গাভীরূপী ধরণী যথার্থই জানতেন যে, কলি হচ্ছে তাঁদের দুঃখের সাক্ষাৎ হেতু, তথাপি ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে, তাঁরা ভালভাবেই জেনেছিলেন যে, ভগবানের অনুমোদন ছাড়া কেউই তাঁদের সঙ্কটাপন্ন করতে পারে না।
- পদ্মপুরাণ অনুসারে, প্রারব্ধ পাপ কর্মের চারা গাছে ফল ধরার জন্যই আমাদের এখন ক্লেশ ভোগ হচ্ছে, কিন্তু সেই প্রারব্ধ পাপের চারাগুলিও শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যায়।
- তাই দুষ্কৃতকারীদের দেখলেও ভগবদ্ভক্তেরা তাঁদের ক্লেশের জন্য কাউকে দোষারোপ করেন না। তাঁরা স্বীকার করে নেন যে, কোন পরোক্ষ কারণের প্রভাবেই সেই দুরাচারটি তার কর্ম করছে এবং তাই তাঁরা সমস্ত দুঃখ-দুর্দশাকে ভগবানের কৃপা বলে মনে করে গ্রহণ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, নেহাৎ কোন দুর্ঘটনা ঘটার ছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় অল্পের উপর দিয়ে তা কেটে গেল।

১.১৭.১৯ – দুঃখের কারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন দার্শনিকদের অভিমত

কিছু দার্শনিক যাঁরা সব রকমের দ্বৈতভাব অস্বীকার করেন, তাঁরা প্রচার করেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। অন্যেরা বলে যে, অতিমানবীয় শক্তিই সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী। আবার অন্যেরা বলে যে, কর্মই সুখ-দুঃখের কর্তা; তেমনি আবার জড়বাদীরা বলে যে, স্বভাব বা প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের পরম কারণ।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তাঁরা প্রচার করেন যে, জীব নিজেই নিজের সুখ-দুঃখের জন্য দায়ী।
- অন্যেরা বলে যে, অতিমানবীয় শক্তিই সুখ-দুখের জন্য দায়ী।

- আবার অন্যেরা বলে যে, কর্মই সুখ-দুখের কর্তা; তেমনি আবার জড়বাদীরা বলে যে, স্বভাব বা প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের পরম কারণ।
- জৈমিনি প্রমুখ দার্শনিক এবং তাদের অনুগামীদের মতে, কর্মই হচ্ছে সুখ এবং দুঃখের কারণ; আর যদি কোন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ঈশ্বর বা নিয়ন্তা থেকে থাকেন, তা হলেও তিনি কর্মের অধীন, কারণ তাঁরা কর্ম অনুসারে ফল প্রদান করে থাকেন। তাঁরা বলেন যে, কর্ম স্বতন্ত্র নয়, কারণ কর্তার দ্বারাই কর্ম সম্পাদিত হয়; তাই কর্তাই হচ্ছে তাঁর সুখ এবং দুঃখের প্রকৃত কারণ।
- নিরীশ্বর জড়বাদী সাংখ্য দার্শনিকদের মতে জড়া প্রকৃতিই সর্ব কারণের পরম কারণ। তাঁদের মতে, প্রকৃতির উপাদানগুলির সমন্বয়ের ফলে সুখ এবং দুঃখের উদ্ভব হয় এবং সেই উপাদানগুলির বিয়োজনের মাধ্যমে কেবল সমস্ত দুঃখ-দুর্দশার নিবৃত্তি হয়।
- গৌতম এবং কণাদের মতে, পরমাণুর সমন্বয় সব কিছুর কারণ। আর, অষ্টাবক্র প্রমুখ নির্বিশেষবাদীদের মতে, ব্রহ্ম হচ্ছে সর্ব কারণের পরম কারণ।

১.১৭.২০ - ঐ

কিছু মণীষি আছেন, যাঁরা বিশ্বাস করেন যে, যুক্তি বিচারের সাহায্যে দুঃখ-শোকের কারণ নির্ণয় করতে কেউ পারে না, বা কল্পনার সাহায্যেও তা জানতে পারে না, অথবা ভাষায় প্রকাশ করতেও পারে না। হে রাজর্ষি, আপনার নিজের মনীষার সাহায্যে এই সকল বিষয়ে চিন্তা করে আপনি নিজেই বিচার করুন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- জড় দেহরূপ বৃক্ষে আত্মা এবং পরমাত্মা দু'টি পক্ষীর মতো বিরাজ করেন। আত্মারূপী পক্ষীটি বৃক্ষের ফল ভোগ করে, আর পরমাত্মা সেই পক্ষীটির সমস্ত কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করেন।

১.১৭.২১ – ধর্মরাজের উত্তর শ্রবণে পরীক্ষিতের সন্তুষ্ঠি

সূত গোস্বামী বললেন- হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ ধর্মরাজের কথা শ্রবণ করে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন এবং নির্ভুল ও বিগতমোহ হয়ে তিনি তার উত্তর দিলেন।

১.১৭.২২ – অধার্মিক ও অধর্ম নির্দেশকের একই স্থান লাভ

মহারাজ পরীক্ষিৎ বললেন – হে বৃষরূপধারী ধর্মজ্ঞ! ধর্ম শাস্ত্রে বলা হয় যে, অধার্মিক বা পাপাচারীর যে স্থান লাভ হয়, অধর্ম নির্দেশকেরও সেই স্থান লাভ হয়ে থাকে। সেই জন্য আপনার অনিষ্টকারীকে জেনেও আপনি তার পরিচয় দিচ্ছেন না, সুতরাং নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ ধর্ম – বৃষরূপ ধারণ করেছেন মাত্র।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ভগবদ্ভক্তের বিবেচনায় ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউই কারও উপকার অথবা অনিষ্ট সাধন করতে পারে না; তাই তিনি এই ধরনের কার্যকলাপের জন্য কাউকেই দায়ী করেন না।
- যা কিছু ভাল, তা যে ভগবানের কৃপা তা কেউই অস্বীকার করে না, কিন্তু যখন কোন খারাপ কিছু ঘটে, তখন সন্দেহ হতে পারে ভগবান কেন তাঁর ভক্তের প্রতি এত নির্দয় হলেন এবং তাকে এই রকম কষ্টের মধ্যে ফেললেন।
- আপাতদৃষ্টিতে যিশুখ্রিস্টকে মূর্খদের দ্বারা ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার ফলে প্রচণ্ড কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল, কিন্তু তিনি কখনও সেই দুষ্কৃতকারীদের প্রতি ক্রুদ্ধ হননি। ভাল মন্দ সব কিছুই ভগবানের আশীর্বাদ রূপে গ্রহণ করার এটি একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাই ভক্তের কাছে অনিষ্টকারীর ইঙ্গিতকারীও অপরাধী।
- ভগবানের ভক্ত কষ্টকেও কষ্ট বলে মনে করেন না, কেননা তাঁর কাছে কষ্টও ভগবানের আশীর্বাদ। এইভাবে তিনি সর্বত্র ভগবানকে দর্শন করেন।

১.১৭.২৩ – দৈবী মায়ার গতি

এইভাবে দৈবী মায়ার গতি নিশ্চয় জীবেদের মন এবং বাক্যের অগোচর, এতে কোনও সন্দেহ নেই।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- এখানে প্রশ্ন হতে পারে, ভগবানকে সব কিছুর পরম কর্তা বলে জানলেও, ভক্ত কেন দুষ্কৃতকারীর পরিচয় প্রকাশ করবে না। পরম কর্তাকে জানলেও প্রকৃত কর্তা সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকার অভিনয় করা উচিত নয়।
- ধর্ম ভালভাবেই জানতেন যে, পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কোনও কিছুই ঘটতে পারে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি মায়া শক্তির প্রভাবে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন, এবং তাই তিনি পরম কারণ সম্বন্ধে উল্লেখ করা থেকে নিরস্ত হয়েছিলেন।

১.১৭.২৪ – ধর্মের চারটি পা

সত্যযুগে তপস্যা, শৌচ, দয়া ও সত্য রূপ তোমার চারটি পা প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে, অহঙ্কার, স্ত্রীসঙ্গ এবং নেশাজনিত মত্ততা রূপে বর্ধমান অধর্মের প্রভাবে তোমার তিনটি পা ভগ্ন হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ধর্মপরায়ণতার স্তম্ভ এবং হন্তা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- পতঙ্গ যেমন অগ্নির ঔজ্জ্বল্যে আকৃষ্ট হয়ে আগুনে পুড়ে মরে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রে বদ্ধ জীবকে বার বার সচেতন করে দেওয়া হয়েছে মায়ার শিকার না হয়ে বরং মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে।
- কিন্তু ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের শরণাগত হওয়াও সহজ নয়। সেই শরণাগতি তাঁদের পক্ষে সম্ভব যাঁরা সত্য, শৌচ, তপঃ এবং দয়া আচরণ করেন।

- কলিযুগের প্রভাবে পথের ভিক্ষুকও তার কানাকড়ির অহঙ্কারে মত্ত, স্ত্রীলোকেরা সর্বদাই পুরুষের চিত্ত আকর্ষণ করার জন্য নানা রমক উৎকট সাজে সজ্জিত, আর মানুষেরা সুরাপান, ধূমপান, চাপান, তামাক সেবন ইত্যাদি নেশার প্রতি অত্যন্ত আসক্ত।
- নেতা এবং ধনী ব্যক্তিরা যদি তাদের সঞ্চিত অর্থের অর্ধাংশ কৃপাপূর্বক বিপথগামী জনসাধারণকে ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য, শ্রীমদ্ভাগবতের জ্ঞান দানের জন্য, ব্যয় করেন, তা হলে অবশ্যই কলির প্রভাব প্রতিহত করা যাবে। সারা পৃথিবী জুড়ে মানুষ যতই 'শান্তি শান্তি' বলে চিৎকার করুক না কেন, আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে, অহঙ্কার বা নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা, স্ত্রীলোকেদের প্রতি অত্যন্ত আসক্তি বা তাদের সঙ্গে সঙ্গ করা, এবং বিভিন্ন প্রকার নেশা মানব সমাজকে শান্তির পথ থেকে বিচ্যুত করবে।
- শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর প্রচার হলে আপনা থেকেই মানুষ সংযমপরায়ণ হবে, অন্তরে এবং বাইরে নির্মল হবে, দুঃখীদের প্রতি কৃপাপরবশ হবে, এবং তাদের দৈনন্দিন আচরণে সত্যনিষ্ঠ হবে।

১.১৭.২৫ – সত্যরূপ অবশিষ্ঠ পদটিও ধ্বংস করার চেষ্টায় রত কলি

এখন আপনি সত্যরূপ একটি মাত্র পায়ের উপর ভর করে কোন মতে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু এই অধর্মরূপী কলি ক্রমশ প্রবঞ্চনার দ্বারা সংবর্ধিত হয়ে আপনার ঐ পদটিও ধ্বংস করার চেষ্টা করছে।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- তপস্যার অর্থ পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্য স্বেচ্ছায় দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করে, যেমন- উপবাস করা। এবং তা কেবল পারমার্থিক উন্নতি সাধনের জন্যই করা উচিত, কোন রকম রাজনৈতিক বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে তা করা উচিত নয়।
- মনের শুচিতা অত্যন্ত প্রয়োজন, এবং তা সম্ভব হয় কেবল পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা কীর্ত্তনের ফলে।
- সত্য কিংবা মিথ্যা অহঙ্কারের প্রভাবে তপস্যা নষ্ট হয়;
- স্ত্রী সঙ্গের প্রভাবে শৌচ নষ্ট হয়;
- নেশার প্রভাবে দয়া বিনষ্ট হয়;
- এবং মিথ্যা প্রচারের ফলে সত্য নষ্ট হয়।
- ভাগবত ধর্মের উত্থানের ফলেই কেবল মানব সমাজ সব রকম পাপের কবল থেকে মুক্ত হতে পারে।

১.১৭.২৬ – ভগবানের মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে পৃথিবীর মঙ্গল

পরমেশ্বর ভগবান এবং অন্যেরা অবশ্যই পৃথিবীর ভার হরণ করেছিলেন। তিনি যখন এখানে অবতরণ করেন, তখন তাঁর মঙ্গলময় পদচিহ্নের প্রভাবে সর্বতোভাবে পৃথিবীর মঙ্গল সাধিত হয়েছিল।

১.১৭.২৭ – ধরিত্রীর শোক

দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়ে সাধ্বী ধরিত্রী, 'আমাকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষী শূদ্রেরা রাজা হয়ে ভোগ করবে' – এই বলে শোক করতে করতে অশ্রু ত্যাগ করছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ধরিত্রীর শোক

২৮-৪১ - পরীক্ষিৎ মহারাজ কর্তৃক দক্ষভাবে শরণাগত কলিকে স্থান প্রদান

১.১৭.২৮ – ধর্ম ও পৃথিবীকে সান্তনা প্রদান করে কলি সংহারে উদ্যত পরীক্ষিৎ

এইভাবে মহারথী (সহস্র শত্রুর সঙ্গে এককভাবে সংগ্রাম করতে সক্ষম) পরীক্ষিৎ, ধর্ম এবং পৃথিবীকে সান্ত্বনা দান করে, অধর্মের কারণ স্বরূপ কলিকে সংহার করার জন্য তীক্ষ্ম খড়্গ গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হবে, কিন্তু তা বলে বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা না করলে চলবে না। রাষ্ট্রপ্রদান এবং অন্যদের কর্তব্য কলির কার্যকলাপের অথবা কলির দ্বারা প্রভাবিত মানুষদের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সব রকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১.১৭.২৯ – ভয়ে বিহ্বল কলির আত্মসমর্পন

কলি যখন দেখলেন যে, রাজা তাকে বধ করতে উদ্যত, তখন ভয়ে বিহ্বল হয়ে সে তার রাজবেশ পরিত্যাগ করে তাঁর পদতলে অবনতমস্তকে নিপতিত হয়ে আত্মসমর্পণ করল।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ক্ষত্রিয় রাজা জাগতিক বিশৃঙ্খলা মোচন করতে পারেন

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- আত্মসমর্পণ কাকে বলে তা প্রকৃত ক্ষত্রিয় জানেন না।
- কলিযুগে বহু প্রতারক রাজা সাজার বা নেতা সাজার চেষ্টা করে, কিন্তু কোন প্রকৃত ক্ষত্রিয় যখন তাদের যুদ্ধে আহ্বান করে, তখন তাদের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়ে যায়।

১.১৭.৩০ – পরীক্ষিতের কৃপা

দীনবৎসল, শরণাগত পালক, যশস্বী মহাবীর মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে চরণতলে নিপতিত দেখে কৃপাবশত তাকে বধ করলেন না; এবং যেন ঈষৎ হাস্য করতে করতে বলতে লাগলেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- একজন সাধারণ ক্ষত্রিয়ও শরণাগত ব্যক্তিকে হত্যা করেন না; সুতরাং পরীক্ষিৎ মহারাজের মতো দীনবৎসল, শরণাগত পালক মহারীরের কথা আর কি বলার আছে!

📖 ১.১৭.৩১ – কলিকে জীবন দান, কিন্তু রাজ্যে থেকে বহিস্কার

রাজ বললেন- আমরা অর্জুনের যশের উত্তরাধিকারী, তাই তুমি যখন কৃতাঞ্জলিপুটে আমার শরণাগত হয়েছ, তখন আমি তোমাকে বধ করব না, কিন্তু তুমি আমার রাজ্যের কোন স্থানে থাকতে পারবে না, কেননা তুমি অধর্মের প্রধান সহচর।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- অধর্মবন্ধু কলি যদি শরণাগত হয়, তা হলে তাকে ক্ষমা করা যেতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই তাকে রাজ্যের কোন স্থানে নাগরিকরূপে বাস করতে দেওয়া উচিত নয়।

📖 ১.১৭.৩২ – কলি বা অধর্মকে রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেয়ার ফল

কলি বা অধর্মকে যদি রাজা বা রাষ্ট্রনেতারূপে আচরণ করতে দেওয়া হয়, তা হলে অবশ্যই লোভ, মিথ্যা, চৌর্য, অসভ্যতা, বিশ্বাসঘাতকতা, দুর্ভাগ্য, কপটতা, কলহ ও দম্ভ প্রভৃতি অধর্মসমূহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাবে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – অধার্মিক রাষ্ট্রনেতার পরিণাম

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ধর্মের ভিত্তিস্বরূপ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সততা যে কোন ধর্মাবলম্বী অনুসরণ করতে পারে। সে জন্য হিন্দু বা মুসলমান বা খ্রিস্টান বা অন্য কোন ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন হয় না।
- প্রকৃত বস্তু লাভ না করে কেবল কতকগুলি আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি আসক্ত থাকলে কিছুই লাভ হয় না।
- ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কোন বিশেষ বিশ্বাসের প্রতি নিরপেক্ষ হতে পারে, কিন্তু উপরোক্ত ধর্মনীতিগুলি সম্বন্ধে রাষ্ট্রের উদাসীন থাকা উচিত নয়।

📖 ১.১৭.৩৩ – ব্রহ্মাবর্তদেশে কলির থাকা অনুচিত

অতএব, হে অধর্মবন্ধু! পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যেখানে সত্য ও ধর্মের ভিত্তিতে যজ্ঞ বিস্তারনিপুণ যাজ্ঞিকেরা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, সেই ব্রহ্মাবর্ত প্রদেশে তোমার থাকা উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – ধর্মপ্রাণ রাষ্ট্রের অনুশাসন

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যজ্ঞ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা এবং সর্বতোভাবে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আচরণ করা।
- যে স্থানে বা দেশে ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করা হয় এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠান করা হয়, সেই স্থানকে বলা হয় ব্রহ্মাবর্ত।
- ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে সত্যতা, ধর্মের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করা।

📖 ১.১৭.৩৪ – পরমেশ্বর ভগবানই যজ্ঞের উদ্দেশ্য

যজ্ঞে যদিও কখনও কখনও কোন দেবতা পূজিত হয়, তথাপি সেই পূজার মাধ্যমে পরমেশ্বর ভগবানেরই পূজা হয়ে থাকে, কারণ তিনি স্থাবর ও জঙ্গম সকলেরই আত্মা এবং তিনি বায়ুর মতো সকলেরই অন্তরে ও বাইরে অবস্থিত। সেই ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হয়ে যাজ্ঞিকদের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল সাধন করেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- দেবতাদের পূজা করা হলেও তাঁরা পরমেশ্বর ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কিছুই করতে পারেন না, কেন না ভগবান হচ্ছেন স্থাবর এবং জঙ্গম সকলেরই অন্তর্যামী।
- (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৯/২৩) 'হে কৌন্তেয়, অন্য দেবতাদের যা কিছুই উৎসর্গ করা হোক, প্রকৃতপক্ষে তা আমারই উদ্দেশ্যে নিবেদিত, কিন্তু সেই নিবেদন অবিধিপূর্বক হয়ে থাকে।'

📖 ১.১৭.৩৫ – যমরাজের ন্যায় প্রতিভাত পরীক্ষিতের প্রতি ভীত কলির উক্তি

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন - এইভাবে মহারাজ পরীক্ষিৎ কর্তৃক আদিষ্ট হয়ে কলি ভয়ে কাঁপতে লাগল। তরবারি হস্তে তাকে বধ করতে উদ্যত পরীক্ষিৎ মহারাজকে তখন তার কাছে যমরাজের মতো মনে হয়েছিল। তখন সে মহারাজ পরীক্ষিতকে এইভাবে বলতে লাগল।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- রাজা অথবা রাষ্ট্রেনেতাদের এতই শক্তিশালী হওয়া উচিত যে, তারা কলির সম্মুখে যমরাজের মতো দণ্ডায়মান হতে পারেন।

📖 ১.১৭.৩৬ – স্বীয় বাসস্থান অনুসন্ধানে অক্ষম কলি

হে পৃথিবীর একমাত্র সম্রাট, আপনার আজ্ঞানুসারে আমি যেখানে বাস করব বলে মনস্থ করছি, সেখানে আমি ধনুর্বাণসহ আপনাকে দেখতে পাচ্ছি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- কলি দেখতে পেয়েছিল যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ ছিলেন সারা পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট, এবং তাই যেখানেই সে বাস করুক, তাকে মহারাজের অধীনে থাকতে হত।

📖 ১.১৭.৩৭ – কলির বাসস্থান প্রার্থনা

অতএব, হে ধার্মিক - শ্রেষ্ঠ, আপনি এমন কোন স্থান নির্দেশ করুন, যেখানে আমি স্থিরচিত্তে আপনার আজ্ঞা পালন করতে পারি।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- শরণাগত যদি শত্রুও হয়, তা হলেও তাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত। সেইটি হচ্ছে ধর্মের অনুশাসন। তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে, যদি কেউ শত্রুরূপে নয়, অনুগত সেবকরূপে, ভগবানের শরণাগত হয়, তা হলে ভগবান কিভাবে তাকে রক্ষা করেন। শরণাগত ভক্তকে ভগবান সমস্ত পাপ থেকে এবং পাপের প্রতিক্রিয়া থেকে রক্ষা করেন।

🕮 ১.১৭.৩৮ – পরীক্ষিত কর্তৃক ৪টি স্থান প্রদান

সূত গোস্বামী বললেন - কলির এই আবেদন শ্রবণ করে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে যেখানে দ্যূত ক্রীড়া, আসব পান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ এবং পশু হত্যা হয়, সেই সেই স্থানে থাকবার অনুমতি দিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – পাপকর্মের নির্ধারিত স্থানসমূহ

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- দম্ভ, স্ত্রীসঙ্গ, আসব পান এবং মিথ্যাচার, এই অধর্ম আচরণগুলি ধর্মের চারটি পা, যথা – তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য নষ্ট করে।
- বৈদিক শাস্ত্রে প্রবৃত্ত বা জড়ভোগে লিপ্ত এবং নিবৃত্ত বা জড়বন্ধনমুক্ত- এই দু'ধরনের ব্যক্তিদের জন্য দু'প্রকার অনুশাসন রয়েছে। প্রবৃত্তদের জন্য বৈদিক নির্দেশ ধীরে ধীরে তাদের নিয়ন্ত্রিত করে মুক্তির পথে এগিয়ে নিয়ে চলে। তাই যারা অজ্ঞানের অন্ধকার স্তরে রয়েছে, তাদের সৌত্রামণী যজ্ঞের মাধ্যমে আসব পান, বিবাহের মাধ্যমে স্ত্রীসঙ্গ এবং যজ্ঞে মাংসাহারের অনুমতি কখনও কখনও দেওয়া হয়েছে। বৈদিক শাস্ত্রের এই প্রকার অনুমোদন বিশেষ স্তরের মানুষদের জন্য, সকলের জন্য নয়।
- একজনের আহার আর একজনের বিষ হতে পারে; তেমনই তামসিক স্তরের মানুষদের জন্য যা অনুমোদন করা হয়েছে, তা সাত্ত্বিক স্তরের মানুষদের জন্য বিষবৎ হতে পারে।

  যে সমস্ত রাষ্ট্র সর্ব প্রকার অসদাচার সম্পূর্ণরূপে দূর করতে চায়, তাদের কর্তব্য হচ্ছে নিম্নলিখিত উপায়ে ধর্মনীতি প্রবর্তন করা :-

1. মাসে কমপক্ষে দু'দিন উপবাস করা (তপশ্চর্যা)। অর্থনৈতিক দিক দিয়েও মাসে সকলে যদি দু'দিন উপবাস করে, তা হলে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য সঞ্চয় হবে, এবং এই প্রথা অনুশীলন করা হলে নাগরিকদের স্বাস্থ্যের পক্ষেও তা অত্যন্ত মঙ্গলজনক হবে।
2. ছেলেমেয়েদের যথাক্রমে চব্বিশ বছর এবং ষোল বছর বয়সে বিবাহ বাধ্যতামূলক হবে। স্কুল এবং কলেজে ছেলেমেয়েদের একত্রে শিক্ষালাভে কোন ক্ষতি নেই, যদি ছেলে এবং মেয়েরা যথাসময়ে যথাযথভাবে বিবাহিত হয়, এবং যদি ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা হলে অবৈধ সম্পর্কে সম্পর্কিত না হয়ে তাদের যথাযথভাবে বিবাহ করা উচিত। বিবাহ বিচ্ছেদ বেশ্যাবৃত্তি অনুপ্রাণিত করে, তাই তা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।
3. রাষ্ট্রে অথবা মানব সমাজে, এককভাবে এবং যৌথভাবে, পারমার্থিক পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য নাগরিকদের তাদের আয়ের ৫০% পর্যন্ত অবশ্যই দান করতে হবে।
   - ক) কর্মযোগ বা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য সব কিছু করা,
   - খ) ভগবদ্ভক্ত বা তত্ত্ববেত্তা মহাজনের কাছে নিয়মিতভাবে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা,
   - গ) গৃহে অথবা উপাসনালয়ে সম্মিলিতভাবে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা,
   - ঘ) শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী প্রচারক ভাগবতদের সর্বতোভাবে সেবা করা এবং
   - ঙ) ভগবৎ চেতনাময় পরিবেশে বাস করা।

🕮 ১.১৭.৩৯ – পঞ্চম স্থান

কলি (উক্ত চতুর্বিধ স্থান পাওয়া সত্ত্বেও) পুনরায় স্থান প্রার্থনা করলে মহারাজ পরীক্ষিৎ তাকে সুবর্ণে বসবাসের অনুমতি প্রদান করলেন। কেননা যেখানেই সুবর্ণ সেখানেই মিথ্যা, মত্ততা, কাম এবং হিংসা বর্তমান।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- যদিও মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে চারটি স্থানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, তথাপি কলির পক্ষে সেই স্থানগুলি খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর হয়েছিল, কেননা পরীক্ষিৎ মহারাজের রাজত্বকালে কোথাও সেই সমস্ত পাপ কর্মগুলির আচরণ হত না।
- মহারাজ পরীক্ষিৎ তাই তাকে যেখানে সোনা থেকে, সেখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছিলেন, কেননা যেখানে সোনা, সেখানে পূর্বোক্ত চারটি অধর্ম যুগপৎ বিরাজ করে, অধিকন্তু সেখানে শত্রুতা নামক একটি পঞ্চম অনর্থও বিরাজ করে।
- স্ত্রীলোকদের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে স্বর্ণ-অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেওয়া যেতে পারে এবং সেই নিয়ন্ত্রণ গুণগতভাবে নয়, পক্ষান্তরে আয়তনগতভাবে হওয়া উচিত। তার ফলে কাম হিংসা এবং শত্রুতা রোধ করা সম্ভব।

🕮 ১.১৭.৪০ – পরীক্ষিতের আজ্ঞায় কলির ৫টি স্থানে বাস

অধর্মাশ্রয় কলি, উত্তরানন্দন পরীক্ষিতের আজ্ঞা শিরোধার্য করে তাঁর দেওয়া সেই পাঁচটি স্থানে বাস করতে লাগল।

🕮 ১.১৭.৪১ – মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্খী ব্যক্তিদের অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া অনুচিত

অতএব যে মানুষ মঙ্গলময় প্রগতি আকাঙ্ক্ষা করেন, বিশেষ করে রাজা, লোকনেতা, ধর্মনেতা, ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসী- তাঁদের পক্ষে, ঐ সমস্ত অধর্ম আচরণে লিপ্ত হওয়া কখনো উচিত নয়।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – সমাজ কল্যাণের আদর্শ নেতৃবৃন্দ

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রাহ্মণেরা অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু, এবং সন্ন্যাসীরা হচ্ছেন সমস্ত বর্ণ এবং আশ্রমের গুরু।
- সত্যতা সমস্ত ধর্ম আচরণের ভিত্তি।
- সমাজের পারমার্থিক অথবা জাগতিক নেতারূপে কাউকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বে চরিত্রের উপরি উক্ত পরীক্ষাগুলি নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

৪২-৪৫ - পরীক্ষিৎ মহারাজ মহিমান্বিত শাসন

🕮 ১.১৭.৪২ – পরীক্ষিৎ কর্তৃক ধর্মের তিনটি ভগ্ন পদ পুনঃ প্রতিষ্ঠা

তারপর মহারাজ পরীক্ষিৎ বৃষরূপ ধর্মের তপঃ শৌচ এবং দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণ পুণঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং তাঁর আশ্বাসপূর্ণ কার্যকলাপের মাধ্যমে পৃথিবীর প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিলেন।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – অশুভ শক্তির সাথে সংগ্রামে কূটনীতি

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করার জন্য তিন ভাগে বিভক্ত করা যায় – অর্ধাংশ ভগবানের সেবায়, এক-চতুর্থাংশ আত্মীয়-স্বজনদের জন্য এবং বাকি এক-চতুর্থংশ ব্যক্তিগত প্রয়োজন। ভগবানের সেবায় অথবা সংকীর্তন যজ্ঞের মাধ্যমে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান প্রচারের জন্য যদি অর্ধাংশ ব্যবহার করা হয়, তা হলে সেইটি হচ্ছে মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃপার প্রকাশ।

🕮 ১.১৭.৪৩-৪৪ – পরীক্ষিতের সিংহাসনে উপবেশন এবং হস্তিনাপুরে অবস্থান

মহা সৌভাগ্যশালী সম্রাট মহারাজ পরীক্ষিৎ বনগমনে অভিলাষী পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্তৃক অর্পিত রাজোপযুক্ত সিংহাসনে সেই সময় উপবিষ্ট হলেন। এখন সেই রাজর্ষি, মহাভাগ, চক্রবর্তী, মহাযশা, পরীক্ষিত কৌরব রাজলক্ষ্মীর দ্বারা মহিমান্বিত হয়ে হস্তিনাপুরে অবস্থান করছেন।

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- মহারাজ পরীক্ষিতের অপ্রকটের অল্পকাল পরে নৈমিষারণ্যের ঋষিরা দীর্ঘকালব্যাপী সেই যজ্ঞ শুরু করেছিলেন। সেই যজ্ঞ এক হাজার বছর ধরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল, এবং শোনা যায় যে, সেই যজ্ঞের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলদেবের কয়েকজন অনুচর সেখানে উপস্থিত ছিলেন।
- পূর্বতন কয়েকজন আচার্যের মত অনুসারে, সাম্প্রতিক অতীতকাল ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে এখানে মহারাজ পরীক্ষিতের রাজত্বকাল সূচিত করে বর্তমানকাল ব্যবহৃত হয়েছে। চলমান ঘটনার ক্ষেত্রেও বর্তমানকাল ব্যবহৃত হতে পারে।
- তারা ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বাদ দিয়ে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। দুটি বিরুদ্ধ ভাবধারার সমন্বয় কিভাবে সম্ভব?
- আমরা যদি রাষ্ট্র থেকে সব রকম পাপাচরণ এবং অন্যায় দূর করতে চাই, তা হলে আমাদের সর্ব প্রথমে সমাজকে এমনভাবে সংগঠিত করতে হবে, যাতে সমাজে প্রতিটি মানুষ তপশ্চর্যা, শৌচ, দয়া এবং সত্য – ধর্মের এই সমস্ত অঙ্গ গুলি অনুসরণ করতে বাধ্য হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের পাতা থেকে এই ব্যবহারিক শিক্ষাগুলি আমরা পাচ্ছি।

🕮 ১.১৭.৪৫ – আদর্শ রাজার শাসনেই আধ্যাত্মিক কার্যাবলি সম্ভব হয়

অভিমুন্য-পুত্র মহারাজ পরীক্ষিৎ এতই মহৎ গুণসম্পন্ন যে, তাঁর দ্বারা এই পৃথিবী শাসিত হয়েছে বলেই আপনাদের পক্ষে এই প্রকার যজ্ঞ সম্ভব হয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ প্রদত্ত শীর্ষক – পারমার্থিক উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় সহযোগীতা

তাৎপর্যের বিশেষ দিক –

- ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীরা সমাজকে পারমার্থিক উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অত্যন্ত পারদর্শী, এবং ক্ষত্রিয়রা মানব সমাজে শান্তি এবং সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করতে অত্যন্ত পারদর্শী। এই দুটি বর্ণ সুখ এবং সমৃদ্ধির দুটি ভিত্তিস্বরূপ, এবং তাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য তাদের পরস্পরের সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়।
- অর্থাৎ রাষ্ট্রের সহযোগিতা ব্যতীত ধর্ম আচরণ এবং দার্শনিক ভাবধারার উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। সকলের মঙ্গলের জন্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়দের পরস্পরের সঙ্গে পূর্ণরূপে সহযোগিতা করা উচিত।